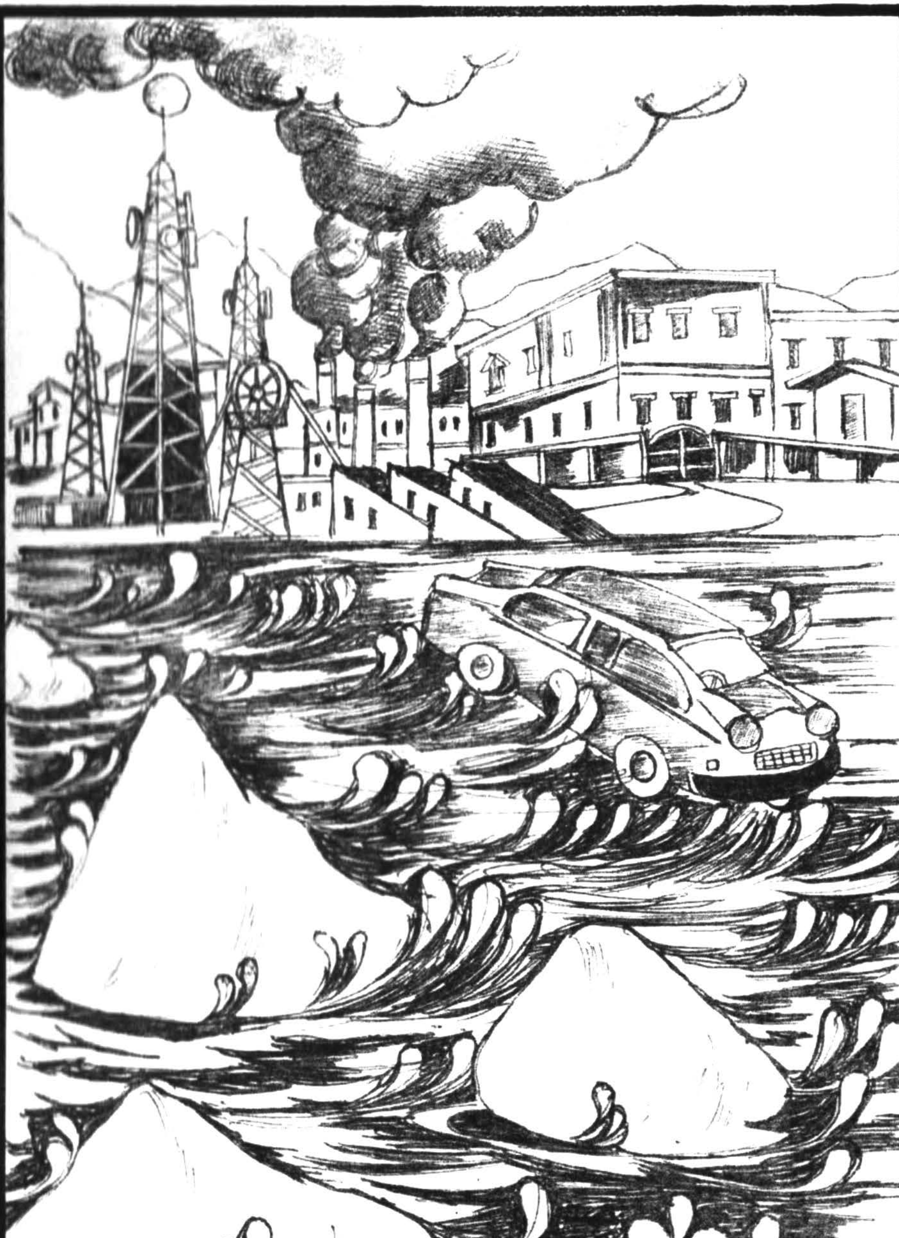


ছবি ও ছড়ায় ছোটদের কাগজ

ডিং ডং পিং পং

নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা নববর্ষ-১৪১৫



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি ও স্ক্যান : দেবাশীষ রায়

এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

ডিং ডং পিং পং-এর নিয়মাবলী

ডিং ডং পিং পং শিশু কিশোরদের জন্য প্রকাশিত ষান্মাসিক ছড়ার পত্রিকা। **নববর্ষ** ও **শারদ** সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে **১লা বৈশাখ** ও **মহালয়াতে।**

নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ছড়া পাঠাতে হবে **ফেব্রুয়ারীর ১৫** তারিখের মধ্যে এবং শারদ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য পাঠাতে হবে **১৫ই জুলাই** এর মধ্যে। ছড়া হবে **অনধিক ১২ পংক্তির**। অমনোনীত বিষয় ফেরত হয় না। পত্রিকা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে জবাবী কার্ড / ডাকটিকিট পাঠাতে হবে। লেখা মনোনয়নে সম্পাদকমণ্ডলীর রায় চূড়ান্ত।

ছোটদের জন্য

স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণী ও স্কুলের নামসহ লেখা / আঁকা পাঠাতে হবে। ছবির মাপ চার ইঞ্চি–চার ইঞ্চির মধ্যে রাখতে হবে। কালো রঙ বা পেনসিলে আঁকতে হবে, রঙ চলবে না। নকল ছড়া বা ছবি পাঠানো চলবে না।

আবেদন

পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে মাত্র কুড়ি টাকা দিয়ে দুটি সংখ্যার জন্য বার্ষিক গ্রাহক হোন। গ্রাহক চাঁদা / অনুদান অথবা লেখা পাঠান এই ঠিকানায় :

তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
(সম্পাদক)
ডিং ডং পিং পং
বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর
পোঃ–বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম
৭৩১১০৩
দূরভাষ : ০৩৪৬২ - ২২৫৭৪১
চলমান দূরভাষ : ৯৪৭৪৬৩২৬৪০

সম্পাদকীয়

গাছ গেল সব করাত কলে
বনতল আজ ফাঁকা
চৈত্রেই দেখো তপ্ত দুপুর
পথঘাট সব খাঁ খাঁ।
মাটির ওপর বর্জ্য ঢালাও
কীটনাশকের ছোঁয়া
পরিবেশের শত্রুদেরই
হচ্ছে বারো পোয়া।
বিকট আওয়াজ শুনে কানে
কালা হবার ভয়
শব্দ দূষণ ভীষণ রকম
আয়ুর অপচয়।
বাড়ছে দূষণ, বায়ুর ভূষণ
অক্সিজেনের নাশ
এই প্রকৃতির বিরাট খাতায়
শূন্যের পরিহাস।
পাগলা হল এই প্রকৃতি
আকাশ এবং মেঘও
কালবোশেখী বাড়িয়ে তোলে
ঝড়ের গতিবেগও।
গলছে বরফ হিমবাহ
পরিণতির শেষ
ভাবতে পারো সুন্দরবন
ডুববে বাংলাদেশ।
এর চাইতে ভয়ংকর কী
পাচ্ছো ওয়ার্নিং
দরজায় যে নাড়ছে কড়া
গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

সাহিত্যিক জ্যোতিভূষণ চাকী ও মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়াণে আমরা শোকাহত।

সহ-সম্পাদক–অখিল সিনহা, প্রবীর কুমার দাস
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ–আশিস কর্মকার



যক্ষ্মা হলে ভয় কেন ?

ডটস্-এ সারবে নিশ্চিত জেনো।

ডটস্ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ
দূর হবে যক্ষ্মা রোগ॥

টিবি-

সম্পূর্ণ সুস্থতার আশ্বাস। ডটস্।

★ তিন সপ্তাহের বেশি কাশি যক্ষ্মা হতে পারে।

★ যে কোন সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে
ডটস্ পরিষেবার সুযোগ নিন।

জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি (আর. এন. টি. সি. পি.)
বীরভূম হইতে প্রচারিত।

সূচীপত্র

॥ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর ॥

তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক—ডিং ডং পিং পং

বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর, পোঃ—বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম, ৭৩১১০৩

দূরভাষ ০৩৪৬২ ২২৫৭৪১ চলমান দূরভাষ ৯৪৭৪৬৩২৬৪০

পেয়ারা সংবাদ

শংকরলাল সাহা



সোমবার সোমনাথ গিয়েছিল গড়িয়া,
পেয়ারা সস্তা খুব—আট আনা করিয়া।
শ' পাঁচেক কিনে তাই, বস্তায় ভরিয়া
হাওড়ায় পৌঁছালো ঠেলাগাড়ি চড়িয়া।
চেকারকে শুধালো সে হাতজোড় করিয়া,
—'ভাড়া কত দিতে হবে, যাব আমি ঝরিয়া।'
—'পেয়ারার প্রতি সের চার টাকা করিয়া,
তোর ভাড়া ষাট টাকা, দেখ আঁক কষিয়া।'
অত টাকা নেই কাছে, দেখে পার্স ঝাড়িয়া,
চক্ষু চড়ক গাছ, মাথা ওঠে ঘুরিয়া।
ভাড়া দিয়ে পেয়ারার, ট্রেনে বুক করিয়া,
স্টেশনে সে বসে থাকে ট্রেন গেল ছাড়িয়া।

বিচার

গোপাল কুম্ভকার

হরধনু রাম ভেঙেছে—
যেই বলল আমিনা
পেছন থেকে রাম চেঁচাল—
—মিথ্যে ম্যাডাম, আমি না
আমি তো প্রায় ছ'দিন ধরে
ইস্কুলে গরহাজির
তবে এটা কেমন বিচার
কাজির নাকি হাজি-র ?
শুনেই ম্যাডাম ধমকে ওঠেন
—এ কাজ কারো হয় না
তুই-ই হলি পালের গোদা
গাধাটাতো 'হয়' না।



ভক্ত কে কার

বাবলু কাজি

বাবা আমার শিবের ভক্ত
কালীর ভক্ত মা যে,
ভক্ত দিদির মনে সর-
স্বতীর বীণাই বাজে।
বোনটি আমার রোজই করে
মা লক্ষ্মীর পুজো
ভক্ত আমি কোন ঠাকুরের
ছড়ার শেষে খুঁজো।
এই যা বলাই হয়নি, গণেশ
পছন্দ ছোট কাকুর
আর আমি যাঁর ভক্ত, তিনি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পথ খোঁজা

তপন চৌধুরী

টাবাডুংড়োর থেকে ন'আনি গাড্ডেড্ডা
বল দেখি কত দূর ? কিংবা খামেড্ডা ?
কলহপুরের দিকে যেওনাকো খুঁজতে—
হারিয়ে ফেলবে খেই আগা-মাথা বুঝতে ।
খোঁজা চাই তবু জলে না নেমেই বিশ বাঁও ?
কার্তিকচুংড়ির রহিমকে সাথে নাও।
ব্যাঙচাতরায় ভুলে গেলে হবে ঘুর-পথ........
শেষটা ডিঙোতে হবে হিমালয় পর্বত ।
ভবানীপুরের দিকে পথ নয় মন্দ,
পশ্চিমে পা বাড়ালে পাবে ঝাড়খণ্ড।
পাকা রাস্তায় এসো, কেটে যাবে বন্ধ,
অন্যথা করলেই সব এগোনোই বন্ধ।
চন্দ্রপুরের থেকে কোড্ডেতে বেঁকে যাও—
জীবধরপুর এসে লোকাল পাকড়ে নাও।
মুরারই স্টেশনেতে শেষে সোজা নাববে,
অতঃকিম ? বসে বসে সেখানেই ভাববে।
ডান-বাঁয়ে বহু গ্রাম মনটাকে টানবে,
থামলেই গুবলেট—এ কথা কি মানবে ?





কুষ্ঠ রোগ

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল

কুষ্ঠ রোগ যে জীবাণু ঘটিত
নয় তা বংশগত,
আজও কেন কুসংস্কারে
রইব মোরা রত ?

M.D.T.-র পুরো চিকিৎসায়
রোগ যে যাবে দূরে,
সামাজিক মর্যাদায় আবার
ফিরবে রোগী ঘরে।

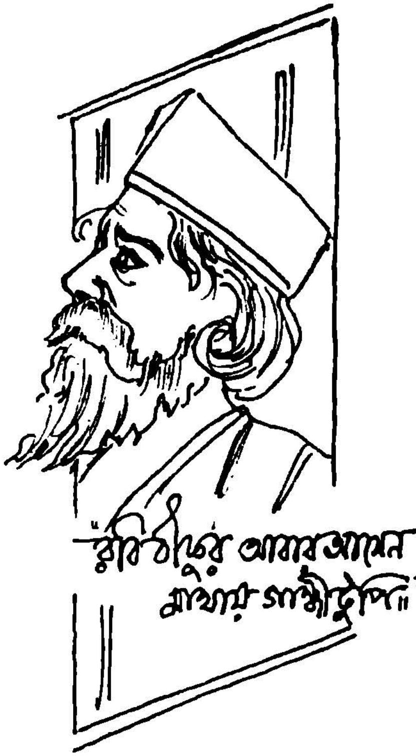
কুষ্ঠ বিভাগের Z.L.O. অফিস
সিউড়ী সদরেতে,
প্রয়োজনে কর্মীরা ব্যস্ত
থাকেন দিনে রাতে।

বিবেকানন্দের জীব সেবার
মহান আদর্শ নিয়ে,
Elimination-এ আনব সাফল্য
সচেতনতা দিয়ে।

ইচ্ছে

অসিত দত্ত

ইচ্ছে হয় মা কবিতা লিখি
রবি ঠাকুরের মতো
ই-ঈ লিখতে গিয়ে
খাই যে থতমত
বাবা বলেন কবিতা লেখা
অতই কিরে সোজা
লিখতে বসে ঘুমে ধরে
মাথাটাই হয় বোঝা।
রবি ঠাকুর হাসেন দেখে
বাবা বলেন আড়ি
রবি বলেন 'আচ্ছা রে ভাই'
—বলেই গেলেন বাড়ি।
মা যে কখন ঘরে এসে
হাসেন চুপিচুপি
রবি ঠাকুর আবার আসেন
মাথায় গান্ধীটুপি।





মায়ের কোলে

তপন দাস

গ্রীষ্ম আসে গন্‌গনিয়ে
পায়ে রোদের খড়ম,
দাদু-নাতি জোরসে চেঁচায়
গরম ভীষণ গরম।
বর্ষা আসে টগ্‌বগিয়ে
কালো মেঘের সৃষ্টি,
ঘরে কোণো বন্দী শিশু
ঝাপ্‌সা ওদের দৃষ্টি।
শীতের বুড়ি কন্‌কনিয়ে
হিমের কাঁপন আনে
খোকা-খুকু মায়ের কোলে
ঠাণ্ডা কী তা জানে ?

শিশুর শ্রম

ডাঃ জগন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়



ও শিশু ! তোর অমল হাসির
আলোর ছটায়
দুলতো ভুবন নাচের দোলায়
এই দুনিয়া থাকতো ভরে
আনন্দে টলমল।

এখন খনির থেকে কয়লা বয়ে
বস্তা বোঝা মাথায় নিয়ে
সারা জীবন এমনি করে
খাটবি কতো বল !

ও শিশু তোর শ্রমের পেশা
গুঁড়িয়ে দিল খেলার নেশা
পাঠশালাটা পড়লে চোখে
গড়ায় কেন তোদের বুকে
অশ্রু জলের ঢল !

চিন্তার শেষ

গুরুপদ ঘোষ

দাদু কেবল সারাটা দিন চিন্তা করত বসে,
চিন্তা করে কতো অঙ্ক মেলাতো আঁক কষে।
টাকার চিন্তা জমির চিন্তা আরো চিন্তা কতো,
চিন্তা করে পায় না যে কূল, হয় না মনোমতো।
আজকে যেটা চিন্তা করে কালই সেটা বাতিল,
কোন ফলই হয় না, কাজ এগোয় না একতিল।
কিসের চিন্তা নিয়ে এত মগ্ন দিনেরাতে,
খাবার চিন্তা শোবার চিন্তা থাকে না তার মাথে।
কেউ যদি কয়, বাবুমশাই, সমস্যা এক আছে,
দাদু বলে, চিন্তা করি, বোস্ না আমার কাছে।
দাদুর চিন্তায় কারো কিছু হয় না উপকার,
উপায় কিছু পায় না খুঁজে, চিন্তা করাই সার।
চিন্তা করে মাথা গরম, টাক পড়ল মাথায়,
মেজাজ হ'ল খিট্‌খিটে আর ঝগড়া কথায় কথায়।
হঠাৎ একদিন দাদু বলে, ভাবলাম কাল রাতে
চিন্তা করে হয় না কিছু চিন্তাই বাড়ে তাতে।

পাঁচ ভাই দিয়ে গড়া বঙ্গ-ইঙ্গ ছড়া

অখিল সিনহা

A যাবে ass-এ চড়ে
বন্ধুর বিয়েতে
E খাবে egg-চপ
ভাজা হবে ঘিয়েতে।
I ছিল ill তাই
কাশে শুধু খুক খুক
O ভায়া ভারী old
খাবে স্যুপ চুক চুক।
U এল urgent
গায়ে তার টাওয়েল
ওরা হল পাঁচ ভাই
সবে বলি ভাওয়েল।

ছড়া

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

চমকে উঠি নিশুত রাতে বাইরে আমি এসে !
চলছে মিটিং ভূত সমাজের বেলতলাতে বসে।
কীসের মিটিং ? কৌতূহলে এগিয়ে গেলাম যেই
উঠল দাবি একসাথে বাস ! হয় না কিছুতেই।
প্লেকার্ড হাতে ভুতের পিসি পেত্নি ভুতের ছা
ঝাণ্ডা নিয়ে শাকচুন্নি খেংটি ভুতের মা।
মামদোরা সব জোড়হাত করে, বলছে করুন মাফ !
তাই না শুনে স্কন্দকাটা করছিল লাফঝাঁপ।
বেলতলাতে পা ঝুলিয়ে বসে ব্রহ্মদত্যি
পৈতে হাতে হুংকার দেন মরবি বলছি সত্যি।
ভূত সমাজের কলঙ্ক যে থাকিস মাটির নীচে,
তোদের সঙ্গে একসাথে বাস চিন্তা করাই মিছে।
রেগে উঠে মামদো বলে বিচারখানা বেশ।
এতদিনের নিয়ম রীতি এক কথাতেই শেষ !
নিয়মরীতি ! সভ্য মানুষ করছে যখন দল।
ভূত সমাজে ভিন্ন নিয়ম হয় কি করে বল ?
ভাঙছে সমাজ প্রতিদিন জাতির যাঁতাকলে।
সেই নিয়মে ভূত সমাজে এক থাকা কি চলে ?

চেকারবাবু

সোমনাথ চক্রবর্তী

চেকারবাবু পয়সা গেলে
বেকার তোলে চাঁদা
দখিন-পুবে রেল চলেছে
গাইছে বোকা হাঁদা।

বণিক চেকার চলতি ট্রেনে
টনিক খেতে চায়
হানিফ বলে, 'আমায় দিও।
গিলবো বাপ-বেটায়।'

চোর পল্লব পত্রনবীশ
গাইছে টাকার গান
পাঁশকুড়া যায় ট্যারা তপন
চিবিয়ে খেলো ধান।

হাওড়া গেল পত্রনবীশ
মাসতুতো ভাই চোর
তপন ট্যারার ক্ষ্যাপার হাসি
জোকার লাফায় জোর।



রক্ষে কর

মানস মজুমদার

গাঁট্টা মেরে ঠাট্টা কর
তবুও বল আদর
কথায় কথায় বলছ আমায়
পাজি গাধা বাঁদর।
ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভেঙেই ফেল
একি সর্বনাশা !
রক্ষে কর চাই না এমন
আদর ভালোবাসা।

লেজ উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে ধর

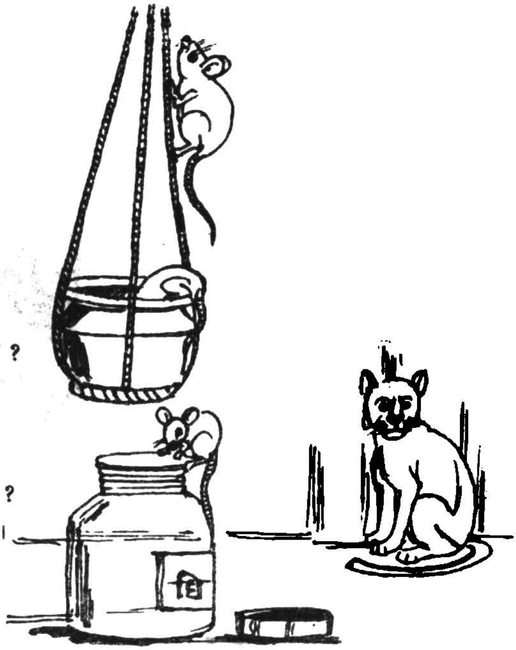
সুকুমার অঙ্কুর

খুব শয়তান ইঁদুর ছানা,
লুকিয়ে খাচ্ছে ছোলার দানা।
মুগ-মুসুরী চিচিং ফাঁক,
আরাম করে ডাকছে নাক॥

ঘিয়ের কৌটা ঢাকনা খোলা,
কোথায় পুসি ? কোথায় ভোলা ?
ঘর যে ফাঁকা,– খেলায় মত্ত,
বুঝবি না-কো এসব তত্ত্ব !

জিনিসপত্র যাচ্ছে কোথায় ?
ঐ চেয়ে দ্যাখ হেথায় হোথায়।
জমা খরচ হিসেব কষে
নেংটি ধেড়ে ইঁদুর বসে।

বুঝলি পুসি বুঝলি ভোলা,
লক্ষ্য রাখিস্ রোজ দু-বেলা,
লেজ উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে ধর,
ছুঁচো ইঁদুর ভাঙছে ঘর॥





মোবাইল ফোন

সুব্রত দেব

পথেঘাটে ছেলেমেয়ে
কানে বড় ব্যথা
চোখে পড়ে সকলের
মানবে না কে তা ?

কানে ব্যথা তবু কথা
কলকল চলে
কী যে কথা ছাতা-মাথা
কত টাকা জলে !

ছেলেটি

বিধান সাহা

সবাই যখন ঘুমের ঘোরে
তখন ছেলে জাগে ;
বইয়ের আখর চোখের পাতায়
নতুন যেন লাগে।

সারাটি দিন কাজের তাড়া
চায়ের দোকান বলে ;
সকাল দুপুর সন্ধ্যেগুলো
এমনিতে যায় চলে।

প্রথম হওয়া নয়ন দাদার
বাতিল বই আর খাতা ;
রাতের বেলা ছেলের কাছে
স্বপ্ন জন্মদাতা।



কালবোশেখী

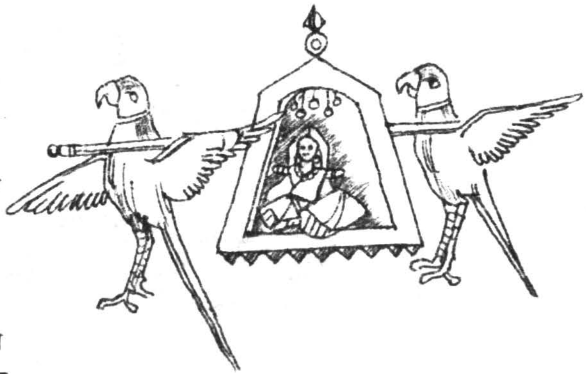
দুর্গাচরণ ঘোষ



ভর দুপুরে সাঁঝের আঁধার
ঘনিয়ে এলো যে
উড়িয়ে দিয়ে ধুলোর জটা
আসছে ছুটে কে ?
শন্ শন্ শন্ উঠছে আওয়াজ
দুলছে বনের গাছ
আয় দেখে যা আজকে তোরা
কালবোশেখীর নাচ।
আকাশ জুড়ে মেঘের মাদল
বাজছে রে গুরগুর
শব্দ শুনে কাঁপন লাগে
বুক করে দুরদুর।
নাচ ফুরোলেই শান্ত সবই
ঝকমকে টুকটুক্
তারি মাঝেই দেবেই উঁকি
কচি ঘাসের মুখ।

সঙ্গী

অসীমা হাজরা



পুতুল পুতুল ছোট পুতুল
আজ পুতুলের বিয়ে
দিদাই দিলে মটর মালা,
মা এসেছে টিয়ে।
টিয়ার পুতুল উতুল তুতুল
টোপর মাথায় দিয়ে
টিয়ার পুতুল, রিয়ার পুতুল—
আজ পুতুলের বিয়ে
ঘোমটা টানা পুতুল যাবে
পাল্কী চড়ে টিয়ার
সঙ্গে যাবে রিয়ার তুলোর
মস্ত টেডিবিয়ার।

ডাক্তারী ছড়া

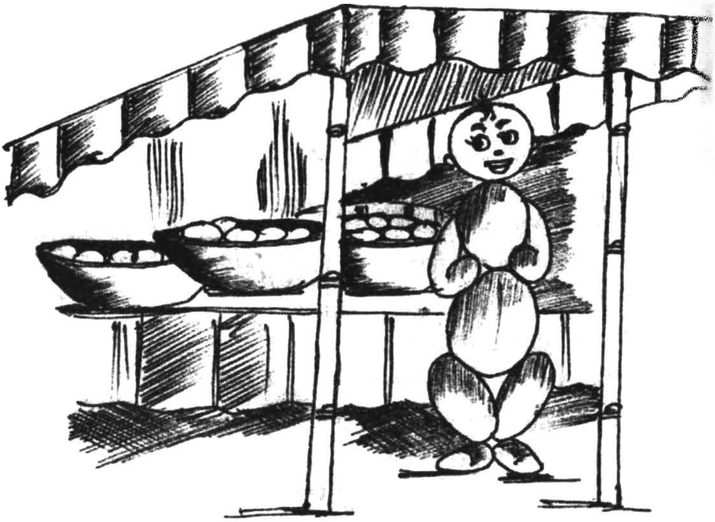
নীতীশ চৌধুরী



বলেছেন ডাক্তার শ্রীদাম পাল
গাঁটে ব্যথা হলে খাও
লিডাম পাল।
টাকমাথা ডাক্তার নরহরি নাগ
পেটে ব্যথা, বমি হলে
দেন ইপিকাক।
নাসিকের নামীদামী মনসুর মিঁয়া
কাশি হলে বলে দেন—
খাও ব্রায়োনিয়া।
কাটোয়ার ডাক্তার বিখ্যাত বকসি
বাতের ব্যথায় দেন
শুধু রাসটক্সই।
ছোটদের ডাক্তার অনামিকা সিন্‌হা
পেটে কেঁচো, কৃমি হলে
লিখে দেন সিনা।
এই সব নয় ভায়া আজগুবি গল্প,
জেনে রাখা মন্দ কি ?
শিখে রাখো অল্প।

মিষ্টি

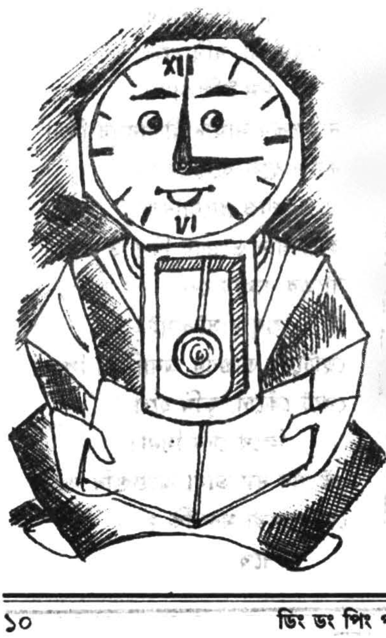
সঞ্জয় উপাধ্যায়



চেহারাটা গোলগাল
রং বেশ সাদা,
কড়াইয়েতে হাবুডুবু
খেয়ে যায় সদা।
দেখে পরে জিভ দিয়ে
জল এসে যায়,
মজা করে খানকয়
খেতে মন চায়।
বাগবাজারেতে হয়
জন্ম যে তার,
রবীন্ দাসের নাম
হোল যে প্রচার।

ভাল ছেলে

তাপস ভট্টাচার্য



সব কাজে যারা থাকে এক পায় খাড়া
মা-বাবার কথা শুনে চলে—
একদম খসে নাতো পান থেকে চুন
ভাল ছেলে তাদের তো বলে।

খায়-দায় স্কুলে যায় মুখস্থ পড়া
জীবনটা ফেলে না তো জলে,
ঘড়ির কাঁটার সাথে চলে ঠিক্‌ঠাক্
ভাল ছেলে তাদের তো বলে।

একগুঁয়ে ঈশ্বর, বে-পরোয়া বিলে
স্কুল ছুট্ দুখু মিঞা, রবি ছোট ছেলে
তারা তবে ভাল ছেলে নয়
একথা কি ভুলে কেউ বলে?

চলছে যেমন

বিজনবিহারী দে

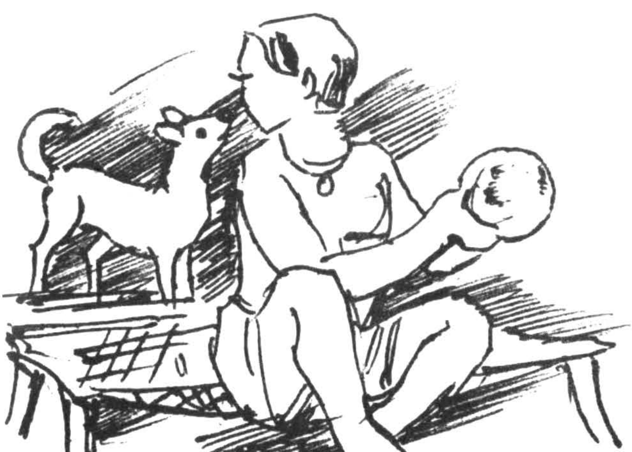
ড্রেনের কোণায় জমছে জল
নজর তো কেউ দিচ্ছে না
মশারা সব নিচ্ছে জনম
কেউ তা ভেবে দেখছে না।
গাছ কাটছে পুকুর ঢাকছে
প্রতিবাদটা জমছে না
পরিবেশটা হচ্ছে দূষণ
লোভটা তবু কমছে না।
চোখের সামনে হচ্ছে খুন
কেউ তো কিছু বলছে না
সমাজ এখন অচল পয়সা
কারও কথাই চলছে না।
পাড়ায় এখন নেতারা সব
মানুষ ভালোবাসছে না
ভোটের সময় ঘুর ঘুর ঘুর
বিপদে কেউ আসছে না।



খিদে

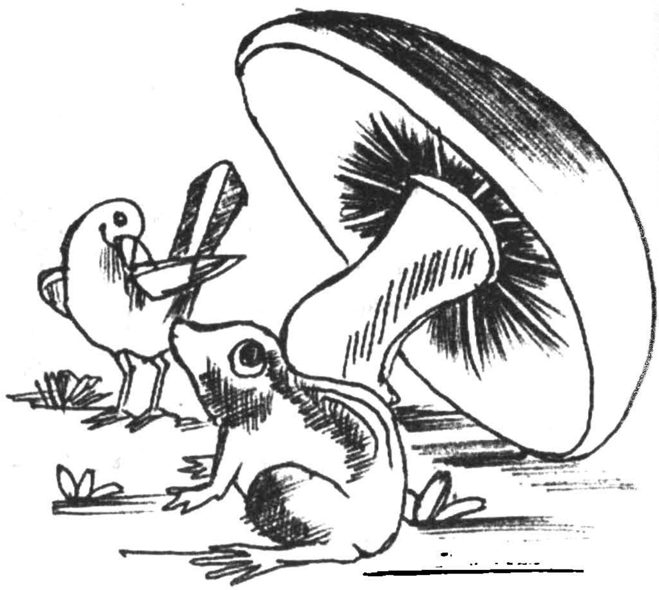
অলোক দাঁ

রামদাস চৌহান
খাটিয়াতে বসে,
খিদে পেলে হা হা করে
শুধু শুধু হাসে।
খায় রুটি মৌজ করে
আচারটা দিয়ে,
ছাতু আর লঙ্কা
তার সাথে নিয়ে।
কুকুরটা কুঁই কুঁই
নাড়ে খালি লেজ,
খান দুই রুটি খেয়ে
বাড়াবে সে তেজ।
আচারের গন্ধে
জিভ লক্ লক্,
দাও না দুখানা রুটি
কেন বক্ বক্॥



ছড়া

চণ্ডীচরণ সিংহরায়



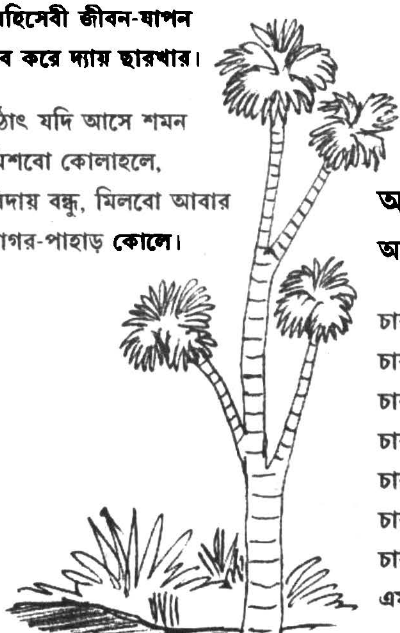
ছোট্ট শরীর উড়ান পাখীর
ডানা দু'টিই সম্বল,
বর্ষা-শীতে কোথায় পাবে
বর্ষাতি বা কম্বল ?

তুড়ুক্-তুড়ুক্ নাচের বাহার
সবুজ কোমল ঘাসে,
পাশে ছিল সোনালী ব্যাঙ
খুক্‌খুক্ করে কাশে।

মৃদু হেসে বলল, 'এটা–
পিতার স্বর্গরাজ্য'
ভাগ করে খাও, সবাই বাঁচি
বল্‌ছি না অন্যায্য।

ছোট্ট শরীর তোমার-আমার
কতটুকুই দরকার,
বেহিসেবী জীবন-যাপন
সব করে দ্যায় ছারখার।

হঠাৎ যদি আসে শমন
মিশবো কোলাহলে,
বিদায় বন্ধু, মিলবো আবার
সাগর-পাহাড় কোলে।



আজব চার

অশোক কুমার সাহা

চারটে ডানার নতুন পাখি চারটে চাঁদে যায়
চার-আননের প্যাংলা হাবু গুজব খুঁটে খায়।
চার মাথার এক তালগাছেতে চারাপোনার গান
চার পায়েতে ঘুঙুর বাউল একতারা বাজান।
চারটে শুঁড়ের হাতির দলে গণেশকে দেয় জল
চারটে শিষের ধানের চারা হাওয়ায় টলমল্।
চার আনাতে কিনবে কিচ্ছু ? কোথাও পাবে না,
এমন আজব চারের গুজব মেনেও নেবে না।

বোশেখ এলো

মোহাম্মদ আলী বুলবুল

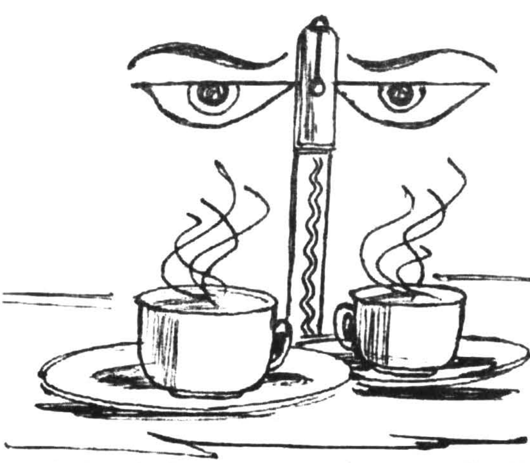
বোশেখ এলো ভোরের বেলা
এক চিলতে আলো
পাখিরা সব গাইছে গান
লাগছে বড়ো ভালো।

আকাশ জুড়ে রঙের খেলা
হাসছে রাঙা রবি
নদীর বুকে ঢেউ উঠছে
আঁকছে কত ছবি।

বোশেখ এলো কৃষ্ণচূড়ায়
আকাশ লালে লাল
সুখের ছোঁয়া পরশমণি
স্বপ্ন মায়া-জাল।

বোশেখ এলো নববর্ষ—
এলো আলোর দিন
দুঃখ ব্যথা সরিয়ে দিয়ে
বাজে হৃদয়বীণ।





ছড়ার মালা

সব্যসাচী সেনগুপ্ত

হঠাৎ করে লিখতে বসে ছড়া,
বুঝলাম চাই, চা এক কাপ কড়া।
চায়ে চুমুক রেখে ধরি কলম,
বুঝলাম চাই, ফোড়ায় একটু মলম।
ফোড়ায় মলম লাগিয়ে নিলাম কাগজ,
বুঝলাম চাই, একটি খাটিয়ে মগজ।
মগজ খাটিয়ে কত কিছুই লিখলাম,
ছড়ায় গেঁথে এই মালাটি রাখলাম।

মা হবে

কল্পনা সিনহা

তুমি যে মা সরস্বতী
নিত্য তোমায় পূজি
সারা দিন বইয়ের পাতায়
প্রতি নিত্য খুঁজি
তুমি যে মা লক্ষ্মী মেয়ে
বহু তোমার মান
ছোট বড় সবাই দেখি
গায় গো জয়গান
বাগদেবী বিদ্যাদেবী
দাও সবে বিদ্যা
করে কম্মে খাই গো সবে
যাই সুখে নিদ্রা
তোমার এক বাহুতে বীণা
এক বাহুতে বই
যতই বক মা তুমি
মুখটি বুজে রই
দাও মাগো বিদ্যা বুদ্ধি
কর জোড়ে বলি
পড়ালেখা শিখে মা গো
সত্য পথেই চলি
সারা জীবন করব পুঁজো
চরণে দেবো ফুল
চির জীবন রাখব মনে
হবে না কভু ভুল
তুমি আমার মা হবে
বাসব ভাল তোমায়
ফুলে ফুলে ঢেকে দেবো
চাকরী পেলে সোনাই।



ঠিকানা

দেবশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম শুনেছি ভোঁদড়
কেমন সেটি খুঁজতে গিয়ে
এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে
পোস্টাপিসে খবর নিয়ে
গেলাম যে বন, সোঁদর॥
সেথায় গিয়ে দেখি,
বিষম কাণ্ড একি !
ভোঁদড়বাবুর বাড়ীর ছাতে
পড়ল ধরা হাতে-নাতে
কুমীর ভায়া বাঁদর কোলে
মাথায় নিয়ে চাদর॥
শুধাই সবাই মিলে,
বললে কুমীর ভোঁদড়টাকে
একটু আগে গিলে,
ধরব এটার পিলে,
বলির আগে সোনা'রে ভাই–
করছি খোড়া আদর॥

ইচ্ছে

আশিস্ কর্মকার

ইচ্ছে যে হয়
পাতার ফাঁকে গাছের ডালে
কুসুম হয়ে ফুটি,

ইচ্ছে যে হয়
সাদা ঘোড়ায় লাগাম টেনে
টগ্‌বগিয়ে ছুটি।

ইচ্ছে যে হয়
দূর গগনে রাত দুপুরে
চাঁদের-হাসি হাসি,

ইচ্ছে যে হয়
গোচারণে অনুরাগের
রাখালিয়া বাঁশি।

ইচ্ছে যে হয়
লাঙল হয়ে ক্ষেতের মাঝে
কঠিন মাটি খুঁড়ি,

ইচ্ছে যে হয়
খেয়াল মত দেওয়াল তুলে
প্রেমের প্রাসাদ গড়ি।





ভালবাসি

হীরালাল সিনহা

ভালবাসি বাবা, মা
বাসী ফুল ফল
ভালবাসি জন্মভূমি
মিষ্টি যে তার জল
ভালবাসি গাছপালা
দেখি তার রূপ
চাঁদ সূর্য আকাশ তারা
গুহার ভিতর কূপ
ভালবাসি সেই মুখ
স্পষ্ট কথা যার
লোভ লালসা নাই মনে
দেহে অস্থি সার
সৎ চিন্তা সৎ ভাবনা
সততার সাথে কাজ
নারী কিবা পুরুষ হোক
বলতে কিসের লাজ
ভালবাসি জানতে শিখতে
জানার নাইকো শেষ
ভালবাসি সহজ সরল
সাদা-মাটা বেশ।

চৈত্র সেল

পায়েল মণ্ডল

বছর শেষে চৈত্র এল
শুরু যে হল সেল,
কেনাকাটায় এল যে জোয়ার
ক্রেতারা উদ্বেল।

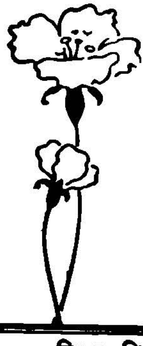
ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে
দল বেঁধে সব ধায়,
লক্ষ্য একটাই বেশী রিবেট
কোন দোকানে পায়।

পরিচিত সব পসরা নিয়ে
বসেছে পথের ধারে,
মাঝে মাঝে কালবৈশাখী
তাদের তাড়া করে।

দেখে শুনে কিনতে হবে
আছে ঠকার ভয়,
নইলে শুধু অস্বস্তি আর
অর্থ বলের ক্ষয়।

জীবন-জীবিকার ছন্দময়তা
তুলছে খুশীর রেশ,
পয়লা বৈশাখ আনন্দ করে
পরবে নতুন বেশ।





এই বুকেতে

তপন কুমার বৈরাগ্য

এই বুকেতে ভোরের পাখী
গাইতে পারে গান,
এই বুকেতে ঝলমলিয়ে
চেতন রাঙা প্রাণ।
এই বুকেতে আঁধার টুটে
পিদিম ওঠে জ্বলে,
এই বুকেতে আমার ভাষা
কথা উঠি বলে।
এই বুকেতে প্রীতি-গীতির
আছে অঙ্গীকার,
এই বুকেতে ভালোবাসার
পাতি যে সংসার।
এই বুকেতে মানব মুক্তি
শপথ রাঙা দিন,
এই বুকেতে প্রতিবাদের
আগুন ঝরা বীণ
এই বুককে শক্ত করে
তুলতে হবে গড়ে
লক্ষ্য সবার এগিয়ে যাবার
যেও না কেউ ঝরে।



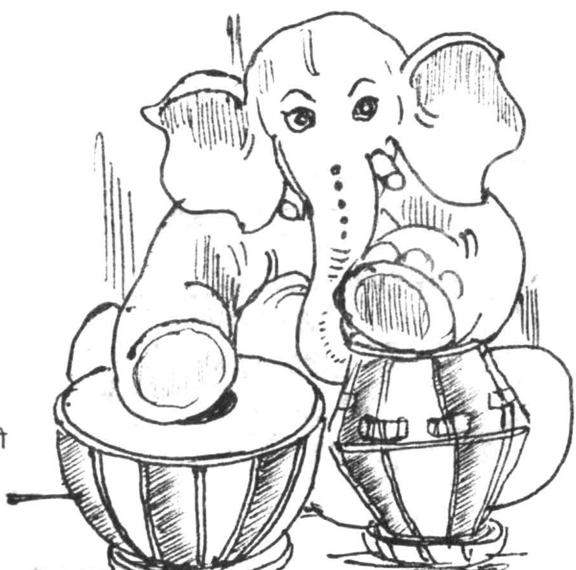
এই পৃথিবী

ক্ষিতীশ সাঁতরা

শুধু ভালো শুধু মন্দ হয় না কোনদিন—
ভালোমন্দয় মেশামেশি তা চিরকালীন।
একটা মানুষ সবটা ভালো তাই কখনো হয় ?
একটা মানুষ সবটা মন্দ তাও কোনদিন নয়।
মানুষ তো ছার দেবতা হলেও থাকবে দোষ-গুণ,
আলো-আঁধার জগৎ জুড়ে সত্যি নিদারুণ।
জীবনজুড়ে সুখের বোঝা বয়না কোনজন,
কিছু দুখ না থাকলে কি ভরত এ জীবন ?
দিন যদি না আসত মোটেও একটি বার
শুধু থাকলে রাত এখানে ভালো লাগত কার ?
কিছু পাপী থাকতে হবে আছেও হরদম
না হলে যে পুণ্যবানের কদর হত কম।
শুধু স্বর্গ শুধু নরক মোটেই ভালো নয়
দেবতা অসুর পাশাপাশি বসত করেই রয়—
যাওয়া-আসা জন্ম-মৃত্যু বিশ্বাস-সংশয়
আছে বলেই এই পৃথিবী এমন মধুময়।

গানের আসর

অম্বুজাক্ষ দে



তানপুরায় দিয়ে তান,
গাধা ধরে ভজন গান।
বাজনা বাজায় হাতি
তবলায় মেরে লাথি।
দোয়েল বাজায় বাঁশের বাঁশী
নাচন দেখায় বাঘের মাসী।
চুটকী দেয় হনুমান,
চলে তাদের নাচগান।

আমরা পারি

মহসীন মল্লিক

আমরা পারি সাত সমুদ্র
তের নদী হয়ে পার
পৌঁছে যেতে তেপান্তরের
আকাশ ছোঁওয়া প্রাসাদদ্বার।

আমরা পারি অশুভ সব
শক্তি সাথে লড়তে
সবার প্রাণে মিলন বাণী
বাজিয়ে এ দেশ গড়তে।

আমরা পারি ন্যায়ের রাজ্য
সত্য সুখের কল্যাণে
শান্তি-শুভ-সুন্দরের
সফল পথের সন্ধানে।

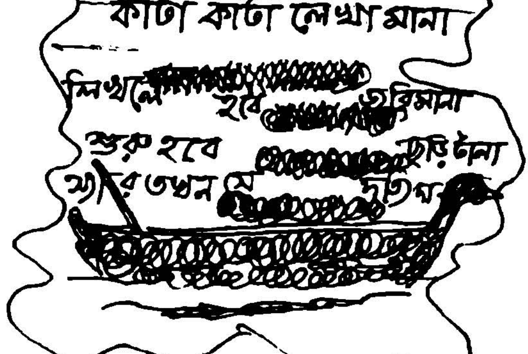
আমরা পারি বিপদ বাধা
দূর করে জয় আনতে
আমরা পারি বিশ্বভুবন
স্বর্গ-সম গড়তে।



হাতে লেখা

কনকেশ ঘড়ুই

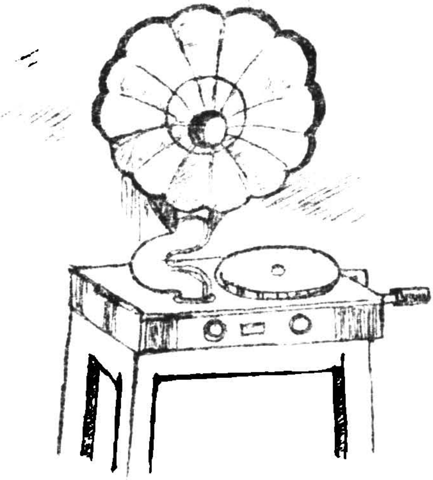
'হাতে লেখা'র খাতা বানা'
বলেন বাংলা স্যার 'জানা'।
লিখছে সবাই ঠিক কি না
দেখতে ক্লাসে দেবেন হানা।
হাতে লেখা হবে টানা
চলবে না তো তানাবানা।
খারাপ লেখা হলে আনা
মুখটা হবে রাগপানা।
কাটা কাটা লেখা মানা
লিখলে হবে জরিমানা।
শুরু হবে ছড়ি টানা
স্যার তখন যে দত্যিদানা।
লেখা হলে মুক্তোদানা
মুখটা হবে চাঁদপানা।
নম্বর পাবে ষোলোআনা
পুরস্কারও হবে আনা।
সত্যি কথা বলছি কি না ?
হলদিয়াতে চলে যা না !



কলের গান

জয়রাম মণ্ডল

নায়েক বাবুর অট্টালিকায়
বাজছে কলের গান,
পাড়া-পড়শি লোকেরা তাই
শুনছে বাড়িয়ে কান।
টানাটানি কানাকানি
করে যে ফিস্‌ফিস্—
হচ্ছে খবর জানাজানি
তুই কিছু কি শুনেছিস্ ?.....
এ-উহারে ডেকে বলে—
ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা কি ?
নায়েক বাবুর ছোটো ছেলের
আজকে বুঝি বিয়ে নাকি !....
নায়েক বাবুর দারোয়ান
শুনলো সবই পাশে,
সাফ কথা দিল জানান
মুচকি একটু হেসে।
নায়েক বাবুর সখের সাথী
কলটি ছিল বিকল—
কারিগরের কেরামতিই
শুনছে তাহার ফল।



মঙ্গলের মায়া

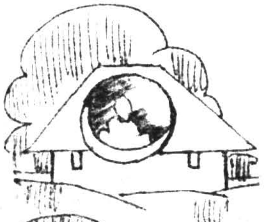
মহঃ নুরে আলম

চাঁদটা না হয় মামার বাড়ি,
তুমি আমি যেতেই পারি,
মঙ্গলের ওই ধু ধু মাঠে
একলা বসে এ কোন নারী।

না জানি তার বাড়ি কোথা
কার জন্যে অমনি বসে,
নাকি একা ঘুরছে মেয়ে
মঙ্গলটাই চষে চষে ?

গুণীজনে বলছে তুমি
ঘন কোনো মেঘের ছায়া,
আমি ভাবছি সত্যি বুঝি
নামটি তোমার বোধহয় মায়া।

পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে
যাব আমি তোমার দেশে,
কাকুর সাথে দেব বিয়ে
আনব তোমায় বধূ বেশে।





শাহজাহান

পার্থ সিন্‌হা

শ্লেট ভাঙ্গা, খড়ি পেন্সিল, টানছে আঁকিবুঁকি ;
পাগলা পাঁচু আঁকছেটা কি ? একটু দিলাম উঁকি !
'কি এঁকেছো ? এ যেন এক, মুকুট পরা রানী !'
'চোখটা দেখা,' বলেই হাসে, 'এই বয়সে ছানি !'
'ইতিহাসের খাতায় বুঝি, গোল্লা পেতিস শুধু ?
এই তো আমার সেই মমতাজ, বাদশা-বেগম, বধূ !'
'তুমিই তবে সেই শাহজাহান ?' 'ঠিক চিনেছিস পাজী ;'
তাজমহলের ভিতর থেকে, বেরিয়ে এলাম আজ-ই !
চাইলে প্রমাণ ? কোমরে দেখ, কি রেখেছি সঙ্গিও !
মরচে ধরা টিনের খাপে, একটা ভাঙা কঞ্চিও !

কাকেও খাচ্ছে বেল

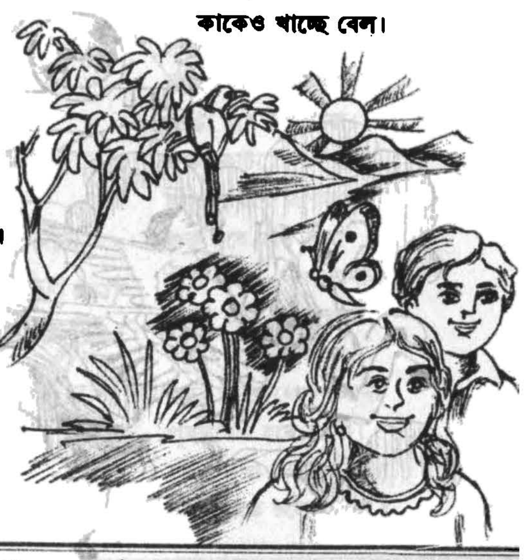
তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

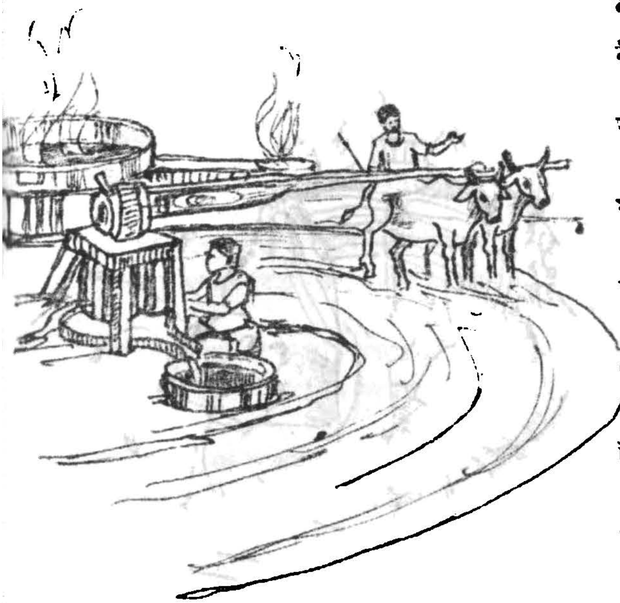
দশ টাকা এক জোড়া
কিনুন হাতি-ঘোড়া।
বারো টাকায় ডজন
মীরা বাঈয়ের ভজন।
পাঁচ টাকা এক গণ্ডা
ছানার জোড়া মণ্ডা।
বিরিয়ানির প্লেট
হাফ হল তার রেট।
বিকোয় দেখি খাসি
কিলো শুধুই আশি।
বিক্রি হচ্ছে দেদার
জলের দামে লেদার।
জামার সাথে চেঞ্জই
করুন ছেঁড়া গেঞ্জি।
দিচ্ছি না তো ধোঁকা
বানাচ্ছি নাও বোকা।
তাকিয়ে দেখুন ঐ
শত্তুরও হল সই।
চলছে চৈত্র সেল
কাকেও খাচ্ছে বেল।

আনন্দধারা

অমরেন্দ্র দত্ত

একটি দোয়েল পাখি বসেছিল দেয়ালে
গাছে বসে ময়না গান গায় খেয়ালে।
গান শুনে টুনটুনি সাঁওতালি নাচছে
তাই দেখে খুকুমণি খিলখিল হাসছে।
মাথা নেড়ে তাল ঠুকে দেওদার গাছটি
জল ছেড়ে মাঠে খেলে ছোট কৈ মাছটি।
প্রজাপতি নেচে নেচে ছোটাছুটি করছে
এই খুশী ভোরে ভোরে মেঘ ঢাকা সরছে।
রোদ এসে ঘাসে ঘাসে কানে কানে বলল
খুশীর ঝিলিক দিয়ে ওরা চোখ খুলল।
সবাই ভাসলো ভোরে খুশী মাখা সূর্যে
ভাল দিন আসবেই বেশী নয় দূর যে।





নতুন গুড়

নীলমাধব নাগ

তাক কুড় কুড় তাক কুড় কুড়
তাক কুড় কুড় কুড়
মুড়ি দিয়ে খাবো আমি
আজকে নতুন গুড়।
শাল বসেছে গাঁয়ের ধারে
আখ পিষছে কত
গড়গড়িয়ে রস পড়ছে
ঝরণা ধারার মতো
টগ্‌বগিয়ে গুড় ফুটছে
উঠছে মধুর ঘ্রাণ
খাবার জন্যে মনটা আমার
করছে যে আনচান।
হাবলা ভোলা ক্যাবলা গোলা
আয়না নিয়ে বাটি
দ্যাখনা খেয়ে এ গুড় আমার
মধুর চেয়ে-ও খাঁটি।

মামদো ভূতের নাতি

সুদাম মালী

ওই যে দেখো হামদো ভূতো
বর্ষাতে সে জলে ভেজে
দারুন গ্রীষ্মে হামদো ভূতো
শাকচুন্নির জন্মদিনে
যতই বলো হ্যারে হামদো
দারুন তাপে ফোস্কা পড়ে
শোনে—তবু দেয় না জবাব
মামদো ভূতের লায়েক নাতি
ওর যে ব্যাটা—মামদো ভূতের
ভুলে গেছি নামটা যে তার
জলার ধারে মহানন্দে
ধার না ধারে সুর তালের
তানপুরা না, গান পুরানা
আর আধেক গাইতো হাঁদা
তার ব্যাটা ওই হামদো ভূতো
ডিস্কো নাচের তাণ্ডবেতে

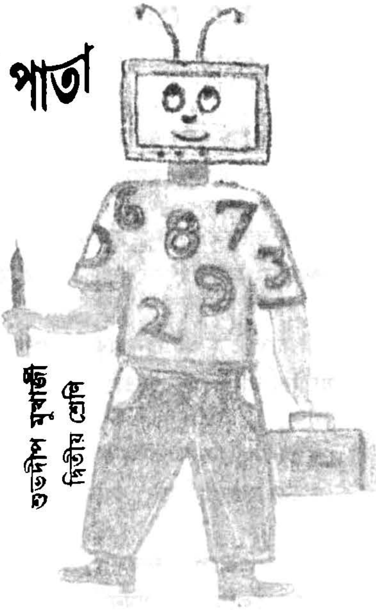
মামদো ভূতের নাতি
শীতে মাথায় ছাতি
গায়ে র‍্যাপার দিয়ে
চলে বুক ফুলিয়ে
এটা কেমন ব্যাপার ?
গায়ে কেন র‍্যাপার ?
গোঁজে নাকে নস্যি
এমনতর দস্যি !
হামদো ভূতের বাপ
বাপরে বাপরে বাপ !
গাইতো নেকো গান
চিঁহিচিঁহি তান
আধেক গাইতো শীতে
ভাদ্দর মাসের রাতে
জলার পেত্নির সাথে
সারাটা রাত মাতে

ছোটদের পাতা

ঠাকুমা

মনীষা সেন (দশম শ্রেণি,
হোলি ফ্যামিলি গার্লস্ হাই স্কুল, নদীয়া

মনের মানুষ, মাটির মানুষ ছিলে তুমি ঠাম্।
তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই আনন্দে মেতে থাকতাম।
কিন্তু সেদিন হঠাৎ করে, কেমনি গেলে চলে
দুঃখ আর স্মৃতিটুকু তুমিই রেখে গেলে।
আজ সবই কাজের ফাঁকে মনে পড়ে তোমায়,
দুঃখ ভরা মনটা আজ ভরে ওঠে ব্যথায়।
পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় স্মরণ করি তোমায়,
মনে মনে বলি—ঠাকুমা আশীর্বাদ করো আমায়।
কারও কাছে শাশুড়ি তুমি, কারও কাছে মা,
কারও কাছে ঠাকুমা তুমি, কারও কাছে দিদা,
রেখে গেছো এক চিলতে স্মৃতিটুকু তোমার,
থাকবে তুমি চিরকালই সবার হৃদয়ে অমর॥

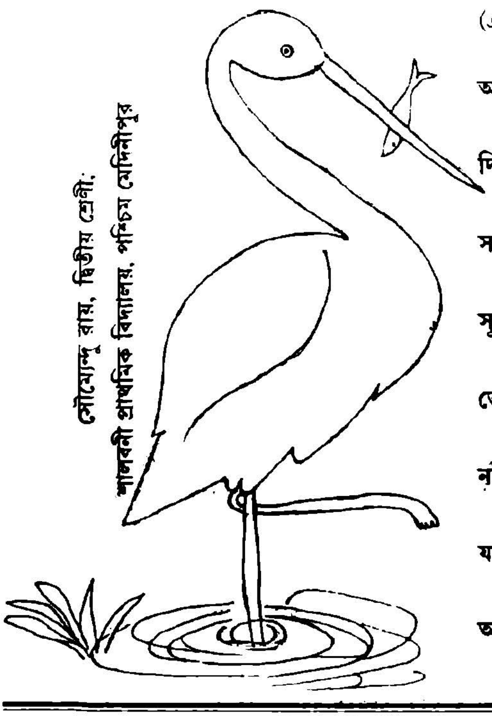


ঋত্বিক মণ্ডল
দ্বিতীয় শ্রেণি

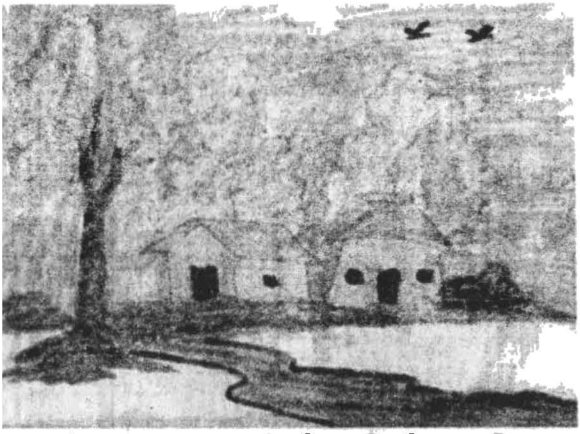
নতুন সনের আগমনে

অর্পণ কর্মকার
(একাদশ শ্রেণি, জনুবাজার হাই স্কুল)

আকাশ যেথা লুটিয়ে পড়ে
সবুজ ঘেরা জঙ্গলে।
দিগন্ত রেখা হয় বিলীন
আকাশছোঁয়া নীল জলে॥
সাদা মেঘে রঙটি ঢেলে,
আবীর মেখে গায়।
সূর্য সেথা সকালবেলা
কিরণ দিয়ে যায়॥
ভোরটি হবার সাথে সাথে
পাখিরা গায় গান।
নদী কলকল শব্দে নতুনের
আসা দেয় জানান॥
যখন আসে নতুন বছর
নতুন শেখার সন্ধানে।
আমরা তাকে বরণ করি—
নব প্রভাতের নব গানে॥



সৌম্যেন্দু রায়, দ্বিতীয় শ্রেণী;
শালবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর



দেবার্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বীরভূম

রাখাল ছেলে

নাদিয়া বেগম

(নবম শ্রেণি, আরটি, গার্লস হাই স্কুল)

রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে
খেলা করে দলে দলে।
ঝগড়া ঝাঁটি কাকে বলে
সে তো কেউ ওদের বলে।

আম বাগানে আম পাড়া
দারোয়ানের লাঠির তাড়া
ভালোবাসে এটাই ওরা
কেন বকিস বলত তোরা।

রামধনুর সঙ্গে ছুটে
তেপান্তরের পারে যেতে
প্রকৃতির ধন লুটেপুটে
কে যে বলে ওদের নিতে ?

সারা দিন ধরে খেলা করে
মাঠে-ঘাটে, পুকুর পাড়ে
সূর্যি মামার যাওয়ার পরে
রাখাল ছেলে ফেরে ঘরে।

ছোটদের পাতা

বাঘমামা

শুভদীপ মুখার্জী (দ্বিতীয় শ্রেণি)

(সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশু মন্দির)

বাঘমামা ! বাঘমামা !
দাওনি কেন গায়ে জামা ?
তুমি কী সবার মামা ?
তবে ভাগ্নেদের দেখে দাও কেন হানা
কেউ কী করে না তোমায় মানা,
তুমি কেন মিলেমিশে থাকতে পার না।
এসব করতে তোমার লজ্জা লাগে না।
ছিঃ ছিঃ জাতীয় পশু বলতে
আমাদের মোটেই ভালো লাগে না।
বাঘমামা ! বাঘমামা !



প্রীতম দাস
সপ্তম শ্রেণি
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, সিউড়ী

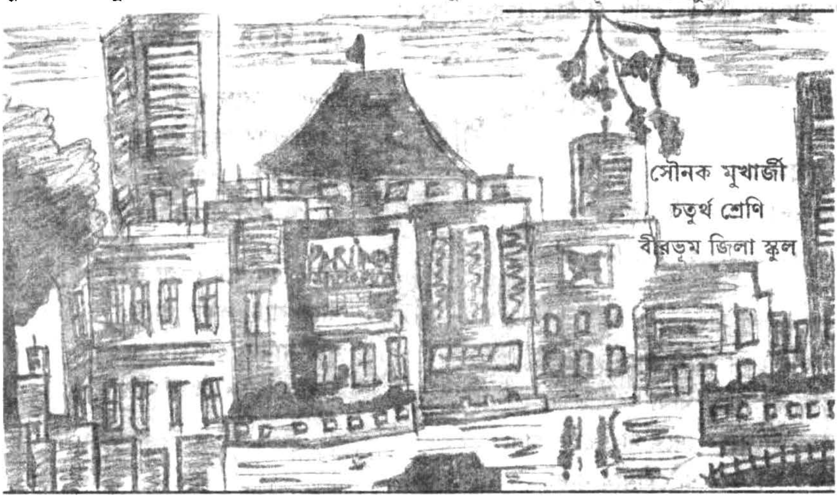
ছোটাছুটি

অর্ঘ্য সেন (অষ্টম শ্রেণী, চন্দ্রগতি পি.এণ্ড সি.এম.এম. হাই স্কুল)

কেউ বা ছোটে মাঠের উপর, কেউ বা ছোটে রাস্তায়,
কেউ বা ছোটে আস্তে আস্তে কাঁধে ভারি বস্তায়।
কেউ বা ছোটে আনতাবাড়ি, কেউ বা ছোটে জোর
কেউ বা ছোটে অনেক সময়—রাত্রি থেকে ভোর।
প্রার্থী ছোটে ভোটের জন্য সাধারণের কাছে
ইঁদুরের ভয়ে রোজ রাত্তিরে মায়ের ছোটাও আছে।
আমি ছুটি বাধ্য হয়ে ঘর থেকে ইস্কুলে
স্কুল থেকে ছুটি বাড়িতে আবার, ব্যাগটাই গেছি ভুলে।



ঋদ্ধিমান ঘোষ
বীরভূম জিলা স্কুল, ষষ্ঠ শ্রেণী



সৌনক মুখার্জী
চতুর্থ শ্রেণি
বীরভূম জিলা স্কুল



ঋতম ঘোষ
তৃতীয় শ্রেণি
বীরভূম জিলা স্কুল

ডিং ডং পিং পং পত্রিকায় এ যাবৎ প্রকাশিত সেরা ছড়াগুলি নিয়ে দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী বছর প্রকাশিত হবে একটি আকর্ষণীয় এবং সংগ্রহযোগ্য ছড়া সংকলন গ্রন্থ। অবিলম্বে আপনার সেরা ছড়াটি পাঠান (যদি কোন লেখা ডিং ডং পিং পং-এ এখনও প্রকাশিত না হয়ে থাকে) এবং আনুমানিক মূল্য ১০০ টাকা (২টি গ্রন্থের জন্য) M.O. পাঠিয়ে আপনার সাহচর্য সুনিশ্চিত করুন সত্বর।

(সম্পাদকমণ্ডলী, ডিং ডং পিং পং)

ছোটদের ছড়ার কাগজ **ডিং ডং পিং পং** — **বিনিময়**

নবম বর্ষ ◆ প্রথম সংখ্যা (নববর্ষ-১৪১৫) ষাণ্মাসিক — **দশ টাকা মাত্র**

খোলা-ডাক / ছাপা বিষয়

প্রাপকের নাম :..........................

পোঃ..

জেলা..

পিন

আগামী সংখ্যা শারদ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

সমস্ত লেখক-লেখিকার কাছে অনুরোধ ১৫ জুলাই ২০০৮ এর মধ্যে সেরা লেখাটি পাঠান সম্পাদকের দপ্তরে। লেখা মনোনয়নে সম্পাদকমণ্ডলী/বিভাগীয় সম্পাদকের নির্বাচন চূড়ান্ত।

—ডিং ডং পিং পং সম্পাদকমণ্ডলী

সমস্ত লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-সদস্য ও সুধী বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ডিং ডং পিং পং
পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদকীয় দপ্তর : বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর, বড়বাগান, বীরভূম, ৭৩১১০৩

সম্পাদকীয় দপ্তর ছাড়াও
অনুদান, গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার
পাঠানোর ঠিকানা

অখিল সিনহা
(সহ-সম্পাদক)
(ডিং ডং পিং পং)
বাতিকার, বীরভূম, ৭৩১১৪৭
ফোন (০৩৪৬২) ২৭৬৩৮৫
মোবাইল ৯৪৭৫১৯১৪০০

সম্পাদকীয় দপ্তর ছাড়াও
ডিং ডং পিং পং-এর চিঠিপত্র ও
লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রবীর কুমার দাস (শিক্ষক)
(সহ-সম্পাদক, ডিং ডং পিং পং)
সুভাষপল্লী (হনুমান মন্দিরের পিছনে)
সিউড়ী, বীরভূম
ফোন (০৩৪৬২) ২৫১৬১৫
মোবাইল ৯৭৩২০৬৬৯৮৬

মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর, বড়বাগান, বীরভূম থেকে প্রকাশিত ও কমলা প্রিন্টার্স, বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম (০৩৪৬২-২৫৬৫১৭) থেকে মুদ্রিত